বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

জয়িতা ফাউন্ডেশন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

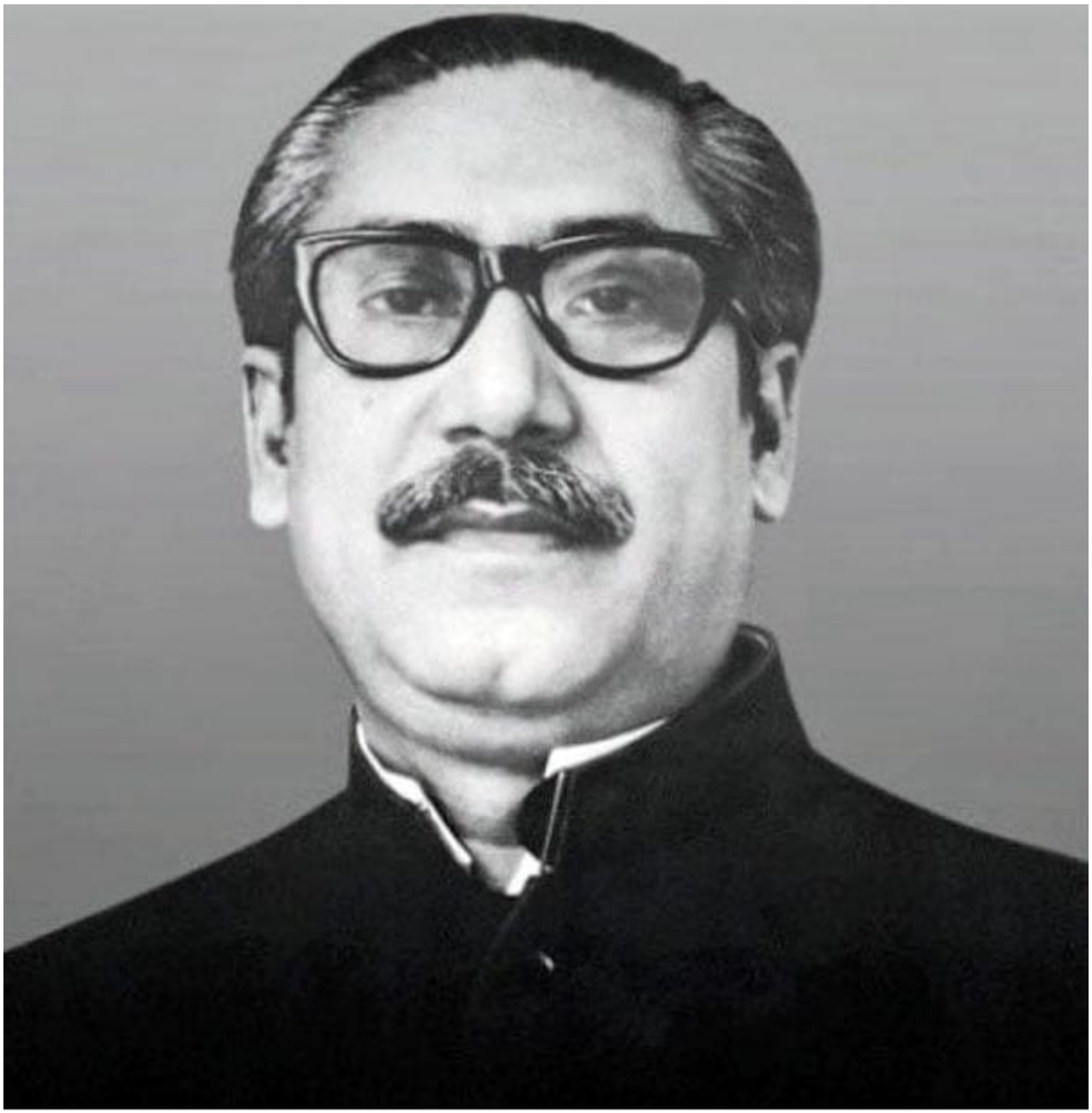

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৬ ই নভেম্বর 'জয়িতা'র শুভ উদ্বোধন করেন।

জয়িতা ফাউন্ডেশন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা টাওয়ার

বাড়ি নংঃ ৪০৫/বি (পুরাতন) ২০/এ (নতুন)

রোড নংঃ ২৭ (পুরাতন) ১৬ (নতুন)

ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯

www.joyeeta.gov.bd

অক্টোবর, ২০২৩

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশ, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে গণজীবনে নারীর অংশগ্রহণের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়, যা নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর প্রগাঢ় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর জয়িতা ফাউন্ডেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতার উদ্বোধনকালে দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন'... যে জয়িতা আজকে আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্যায়ক্রমিকভাবে জেলা-উপজেলা এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারেও আমরা করতে যাচ্ছি...।' নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করতে নারীর সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও ব্যবসা উদ্যোগকে অবারিত করতে সেদিনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নসহ তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণের ঘোষণা করেন। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমঅংশগ্রহণ, সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের দ্বার আরো উন্মোচিত করতে এবং সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্য ও সেবা বিপণনের লক্ষ্যে ১২ তলা বিশিষ্ট জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি-২৭ নং রোডে প্রায় ১ বিঘা জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী ১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতা টাওয়ারের শুভ উদ্বোধন করবেন বলে আশা করছি।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বহুমূখী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ফ্যাশন ডিজাইন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ই-কমার্স, প্যাকেজিং, ফুড প্রসেসিং, কুকিং, ডে-কেয়ার , কার-ড্রাইভিং, চারু ও কারুপণ্যের নকশা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখছে এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যত সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক এর নানাবিধ কর্মপরিকল্পনার গ্রহণ করে যাচ্ছে। যার ফলে নারী উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় সকলা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা কার্যক্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করছে। এ নারীরাই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসডিজি অর্জন এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্থাৎ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি আশা করি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জয়িতা বিজয়ী নারীর প্রতীক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী- পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মানে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের ধারাবাহিকতায় নারীকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের উর্পাজন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠা করেন জয়িতা ফাউন্ডেশন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থা হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত, আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। তাদের পণ্য বিপণন এর জন্য জয়িতা বিপণন কেন্দ্র, জয়িতা ফুডকোর্ট ও জয়িতা ক্রাফট জোনের সৃষ্টি করেছে। তাদের সকল পণ্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের মার্কেট প্লেস, ই-জয়িতা সহ অন্যান্য প্লাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন থেকে নানা ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়াও জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে যাচ্ছে।

জয়িতা নারী এক অদম্য প্রত্যয়ের উপাখ্যান। জয়িতা ফাউন্ডেশন অজস্র প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে জীবনের কঠোর বাস্তবতায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদানে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া যাবে। এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল নারী উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নাজমা মোবারেক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বার্ষিক প্রতিবেদন জয়িতা ফাউন্ডেশনের বছরব্যাপী সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিফলন। এ প্রকাশনা হতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাগণ নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এমন উপলব্ধি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। যেখানে বলিষ্ঠভাবে নারী-পুরুষের মর্যাদা সমুন্নত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার দর্শন অনুসারে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত করেন। সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিভিন্নমুখী ব্যবসায়ী উদ্যোগে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বারান্বিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সনের ১৬ ই নভেম্বর 'জয়িতা'র শুভ উদ্বোধন করেন এবং জয়িতার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

জয়িতা ফাউন্ডেশন ১৮৬০ সালে The Societies Registration Act এর আওতায় Joint Stock Companies & Firms এ নিবন্ধনকৃত একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও সহযোগীতায় জয়িতা ফাউন্ডেশন অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত, আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতা প্রদান করে আসছে। নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য ও সেবার নির্বিঘ্ন বিপণন নিশ্চিতকল্পে ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজার ৪র্থ ও ৫ম তলার জয়িতা বিপণন কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তা সমিতির অনুকুলে ১০০ টি স্টল বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ৫ম তলায় একটি আধুনিক জয়িতা ফুড কোর্ট ও ক্রাফট জোন তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের বৈচিত্রময় পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা ও কারুশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ঢাকার লালমাটিয়াতে একটি আধুনিক ডিজাইন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। অনলাইনে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও তা দেশে বিদেশে বিপণনের সুযোগ করে দিতে অনলাইন প্লাটফর্ম 'ই-জয়িতা মার্কেটপ্লেস' স্থাপন করা হয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসায় ক্ষেত্র উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত ব্যবসাসমূহে নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণে 'উদ্যোক্তা নিবন্ধন' কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বহুমুখী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন, কার ড্রাইভিং, ডে-কেয়ার, বিউটিফিকেশন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । জয়িতা ফাউন্ডেশনের Revolving Capital Support Fund হতে (স্কুটি ঋণসহ) ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

'জয়িতা টাওয়ার' নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন বরাবর প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত ১২ তলা বিশিষ্ট জয়িতা টাওয়ার নির্মাণাধীন রয়েছে। জয়িতা টাওয়ারে থাকবে জয়িতার প্রধান কার্যালয়, জয়িতা পণ্যের শো-রুম, ফুড কোর্ট, ট্রেনিং সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিউটি পার্লার, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল,

ডিজাইন সেন্টার, সেমিনার হল, কনফারেন্স রুম, মিনি অডিটোরিয়াম ইত্যাদি। 'জয়িতা টাওয়ার' সর্বোপরি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমুখী অনন্য উদ্যোগ। ঢাকা ব্যতীত ৭ টি বিভাগীয় শহরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক ০১ (এক বিঘা) করে জমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় দায়িত্ব পালনে আমাদের আরও সৃষ্টিশীল ও আন্তরিক হতে হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আফরোজা খান

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আফরোজা খান

বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটি

প্রণয়ন ও প্রকাশনা

ক্রম	পদবী	কমিটিতে পদবী
১	মোছাঃ ইয়াসমিন আক্তার, পরিচালক - ১	আহ্বায়ক
২	শরিফুননেছা, সহকারী ম্যানেজার, আইসিটি শাখা	সদস্য
৩	মোহাম্মদ আফজাল মোল্যা, সহকারী ম্যানেজার, প্রশাসন শাখা	সদস্য
৪	সবুজ দাস, সহকারী ম্যানেজার, কারুশিল্প শাখা	সদস্য
৫	মনীষা নুসরাত, সহকারী ম্যানেজার, সমন্বয় শাখা	সদস্য সচিব

সুচিপত্র

ক্রম	**প্রথম অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	পরিচিতি	১
২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	২
৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	২
৪	গঠন	২
৫	চলমান প্রকল্পসমূহ	৩

ক্রম	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশনে কর্মরত জনবল	৪
২	জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী	৬
৩	উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য	৭

ক্রম	**তৃতীয় অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	জয়িতা ফাউন্ডেশনের শাখার কার্যক্রম	৮
২	জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের পরিচিতি	২৫
৩	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প	২৫
৪	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প	২৮

ক্রম	**৪র্থ অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২৯

ক্রম	**৫ম অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	২০২২-২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি	৪১

প্রথম অধ্যায়

১.১ পরিচিতি

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সরকারের অর্থায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তিন বছর মেয়াদে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচী' শুরু করে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ও সহায়তা প্রদানের জন্য ১৬ নভেম্বর, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জয়িতা'র শুভ উদ্বোধন করেন।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির একটি মহৎ স্বপ্ন আর উদ্যোগের নাম জয়িতা। "জয়িতা" বিজয়ী নারীর প্রতিকী নাম। জয়িতার মাধ্যমে ঢাকায় নারীবান্ধব বিপণন পরিকাঠামো গড়ে তুলে তৃণমূলের নারী উদ্যোক্তাদেরকে নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী করা বিপণনযোগ্য পণ্যের প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগ করে দেয়া হয়। কার্যক্রমটির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ২০১৩ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে "জয়িতা ফাউন্ডেশন" গড়ে তোলা হয়।

'জয়িতা ফাউন্ডেশন' ১৮৬০ সালের Societies Registration Act, XXI এর আওতায় Joint Stock Companies and Firms এ নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। জয়িতা ফাউন্ডেশন নিজে ব্যবসা করে না, দেশের নারীসমাজকে ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করে নারীদের সম্মানজনক জীবিকায়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের সৃষ্টি, যার প্রতিফলন জয়িতা ফাউন্ডেশনের লোগোতেও প্রতীয়মান হয়।

প্রতিষ্ঠানটির শুরুর লগ্নে সমিতিতে সংগঠিত নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য এক ছাদের নীচে সমিতিভিত্তিক আলাদা আলাদা ষ্টলে জয়িতা-র ব্র্যান্ডে বাজারজাত করে, তবে বর্তমানে নারী উদ্যোক্তা সমিতির পাশাপাশি ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তারাও জয়িতা ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা অনুকূল ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদেরকে নানাবিধ ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান করছে। ব্যবসা পরিচালনায় এবং পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ক্ষেত্রবিশেষে জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের পুঁজি যোগানের ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। দেশে এবং দেশের বাইরে জয়িতা-র ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টির লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নারী উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্য ও সেবা বিপণন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি -২৭ নং রোডে প্রায় ১ বিঘা জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১২তলা বিশিষ্ট জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়িতা টাওয়ার উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতা কার্যক্রম উদ্বোধন কালে তাঁর দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন যে, *'...যে জয়িতা আজ আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্যায়ক্রমিকভাবে জেলা উপজেলা এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারেও আমরা করতে যাচ্ছি।'*

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অনুযায়ী, সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরেও ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য এক বিঘা বাণিজ্যিক জমি প্রতিকীমূল্যে বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে সাতটি বিভাগীয় সদরে জমি রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তীতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও জয়িতা'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশন সারাদেশে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত ব্যবসাসমূহে দেশের নারীদেরকে সম্পৃক্ত করতে জয়িতা ফাউন্ডেশন নিরন্তর সচেষ্ট থাকে। জয়িতা ফাউন্ডেশন ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তা সমিতিগুলোর মাধ্যমে সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন পর্যায়েও নারীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীদের সম্মানজনক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করে। পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সফল নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে একটি আলাদা বাজার ব্যবস্থা (বিপণন নেটওর্য়াক) ও ভ্যালু চেইন (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা জয়িতা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

দেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার হিসাবে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্পঃ

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ

অভিলক্ষ্যঃ

নারীর প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনা প্রদানের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণার্থে-

ক) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

খ) নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিক গ্রাম থেকে শহর অবধি, উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত আলাদা সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য

ক) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

খ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসা অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা;

ঘ) বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদেরকে সক্ষম ও দক্ষ করে গড়ে তোলা।

১.৪ গঠন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে "**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচি**"র কার্যক্রম শুরু হয়। "**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচি**"র আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিপণন ও বিক্রয় কেন্দ্রটিকে "**জয়িতা**" নামকরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর 'জয়িতা'র শুভ উদ্বোধন করেন।

পরবর্তীকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কর্মসূচি থেকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে মে ১৫, ২০১৩ ও জুলাই ০৭, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য Memorandum of Association and Rules and Regulations চূড়ান্ত করা হয়।

২০১৩ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন Societies Registration Act-1860 এর আওতায় একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Joint Stock Companies and Firms এ নিবন্ধিত হয়।

Memorandum of Association and Rules and Regulations অনুযায়ী নীতি নির্ধারণী থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ৪ টি এক্সিকিউটিভ বডি (Executive Body) কাজ করে।

- জেনারেল কাউন্সিল
- বোর্ড অব গভর্নরস
- এক্সিকিউটিভ কমিটি
- অপারেশনাল সেট আপ

Memorendum of Association and Rules and Regulations অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস জয়িতা ফাউন্ডেশনের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারপার্সন।

১.৫ চলমান প্রকল্পসমূহ

- “জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ” প্রকল্প
- “জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ” প্রকল্প

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশনে কর্মরত জনবল

প্রশাসনিক

২.১ অনুমোদিত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের সংখ্যা

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
মন্ত্রণালয়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
জয়িতা ফাউন্ডেশন (মোট পদসংখ্যা)	৩৩	২৩	১০	জয়িতা ফাউন্ডেশন সাধারণ মন্জুরী হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিচালিত এবং ২০১৩ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন নামে Society Registration Act-1860 এর আওতায় একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Joint Stock Companies & Firms এ নিবন্ধনকৃত।
মোট	৩৩	২৩	১০	

২.২ শূন্যপদের বিন্যাসঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
০	০	১০	০	০	০	১০

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				নতুন নিয়োগ প্রদান		
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
	০	০	০	০	০	০

অনুমোদিত পদসমূহের মধ্যে কর্মরত আছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (২ জন), সহকারী ম্যানেজার (৯ জন), কমন সার্ভিসেস অফিসার (৫ জন) এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সংযুক্ত) কর্মরত আছেন ২ জন। এছাড়াও চুক্তিভিত্তিক/আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কর্মরত আছেন কম্পিউটার অপারেটর, একাউন্টস অফিসার এবং প্রোগ্রামার ।

২.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন

২.৪.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪২টি	**মোট ১০৩৩ জন**

২.৪.২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১২৬ টি	**মোট ২৫৮৬ জন**

২.৫ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	**কর্মচারি**
১	২	৩	৪	৫	৬
২০টি	হ্যাঁ	না	না	১৫	৫

২.৬ জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণীঃ

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী					
প্রাতিষ্ঠানিক কোড	**অর্থনৈতিক কোড ও বিষয় ভিত্তিক কোড**	**খাত ওয়ারী ব্যয়ের বিবরণ**	**বাজেট বরাদ্দ ২০২২-২৩**	**সংশোধিত বরাদ্দ ২০২২-২৩**	**প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩**
৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলেক্স	১৬০,০০০	২১০,০০০	২০৯,০০০
	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২,২০০,০০০	১,১০০,০০০	১,০৯৮,২৪৮
	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার	১,২০০,০০০	১,২৪৫,০০০	১,২৩৬,৫৪৫
	৩২১১১১৫	পানি	৫০০,০০০	৮০০,০০০	৭৯৮,৯৬২
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩০০,০০০	৩০০,০০০	২৯৯,৪৯৬
	৩২১১১১১	সেমিনার/ কনফারেন্স	৫০০,০০০	১৮৩,০০০	১৮২০৮২
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া (রাপা)	২৮,৪৮৪,০০০	২৮,৪৮৪,০০০	২৮,৪৮৩,২০০
	৩২১১১০৪	আনুষাঙ্গিক কর্মচারী	৫,০০০,০০০	৪,৭৫০,০০০	৪,৭২৭,৩৭০
	৩২১১১২০	টেলিফোন/ টেলিগ্রাফ	১৬,০০০	৩০,০০০	২২৪৮০
	৩২১১১০৯	সাকুল্যে বেতন	৮,৩৮১,০০০	৯,৪৫০,০০০	৯৪০৫৫৯৪
	৩২১১১২৫	প্রচার,বিজ্ঞাপন,মেলা	৯,০০০,০০০	৭,০০০,০০০	৬,৯৯০,২১০
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	২,২২৫,০০০	৩,৮২০,০০০	৩,৮০৮,২৪৯
	৩২১১১১৯	ডাক/কুরিয়ার	১৫,০০০	৪,০০০	০
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	১,২০০,০০০	১,৬৫০,০০০	১,৬২৪,৯৭৯
	৩২৪৪১০১	ভ্রমন ব্যয়	১,০০০,০০০	৫০০,০০০	৪৯০,২৮৭
	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান / উৎসবাদি	১,৫০০,০০০	১,১০০,০০০	১,০৭৬,৯৪৪
	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	৬০০০০০	৪০০০০০	৩৯৭৪০০
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫০০,০০০	৫০০,০০০	৪৯৯,৫৫১
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১,৫৫০,০০০	১,৫৩০,০০০	১,৪৮৮,২০১
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	১,৪৯০,৬৩৮
	৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয়	৬০০,০০০	৬০০,০০০	৫৫০,০০০
উপমোট-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা			৬৬,৪৩১,০০০	৬৫,১৫৬,০০০	৬৪,৮৭৯,৪৩৬
৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	১,৪৯৮,০৮২
	৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০	১,৪৯৯,৭৮৫
উপমোট গবেষণা অনুদান			৩,০০০,০০০	৩,০০০,০০০	২,৯৯৭,৮৬৭
৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	২০০,০০০	২০০,০০০	১৯৯,৮২০
উপমোট অন্যান্য অনুদান			২০০,০০০	২০০,০০০	১৯৯,৮২০
৩৬৩২১০৪ ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান	৪১১১৩১৭	অন্যন্য ভবন ও স্থাপনা	২,১৬৯,০০০	১,০৮৫,০০০	১,০৬৬,৫৯০
উপমোট ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান			২,১৬৯,০০০	১,০৮৫,০০০	১,০৬৬,৫৯০
সর্বমোট			৭১,৮০০,০০০	৬৯,৪৪১,০০০	৬৯,১৪৩,৭১৩
		ব্যয়ের হার			৯৯.৫৭১৮৮৫

২.৭ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

২.৭.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রকল্পের নাম	**প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)**	**প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার**	**প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা**
১	**২**	**৩**	**৪**
জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প	৩১, ০০, ০০, ০০০/- (একত্রিশ কোটি) টাকা মাত্র ১৫% বাদে ও প্রশিক্ষণ খাতের পূর্ণ বরাদ্দসহ ২৬,৩৫,০০,০০০/- (ছাব্বিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা মাত্র	২২,৫১,৮৩,০০০/- (বাইশ কোটি একান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা মাত্র। ব্যয় হার - ৮৫.৪৬%	১২টি
জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প	৫২, ৫০০, ০০, ০০০/- (বায়ান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা মাত্র	৫২,৪২,৯৩,০০০/- (বায়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা মাত্র। ব্যয়ের হার- ৯৯.৮৭%	১২টি

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম

প্রমোশন শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসানুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
২. সৃজনশীল ভাবনা উৎসাহিতকরণসহ পেশাগত মান উন্নয়নে চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অব্যহতভাবে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
৩. বাংলাদেশে প্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হস্তশিল্প ও কারুশিল্পজাত পণ্য ও এসকল পণ্যের সাথে জড়িত নারী উদ্যোক্তা অন্বেষণ ও তাদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।
৪. সেবার গুণগত মান উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা।
৫. নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহিত করা।
৬. সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণা উৎসাহিত করা।
৭. সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা।
৮. জয়িতার অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।
৯. জয়িতার প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রমোশন শাখা কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং জয়িতার ব্র্যান্ডিং অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণায় উৎসাহিত করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা, নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে জয়িতার ব্র্যান্ডিং করা, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে জয়িতার প্রচার ও প্রসারে কাজ করা প্রমোশন শাখার কার্যক্রম। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ফটোগ্রাফি বিষয়ক কোর্স করানো হয়। এছাড়াও প্রমোশন শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

নিজের বলার মত একটা গল্প ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিটি শাখার কার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণ।
২. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়োগ এবং পেশাগত তথ্য সংগ্রহ এবং হালনাগাদকরন।
৩. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য নিয়মিত সফটওয়ার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন।
৪. নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।
৫. কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন।
৬. ইনোভেশন টিম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা প্রদান।
৭. তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
৮. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন।
৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন।
১০. উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বাস্তবায়ন।
১১. ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১২. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইসিটি শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক আইন/ নীতিমালা/বিবি বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি উক্ত শাখার কার্যক্রম। কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা, প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন ও নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী আইসিটি শাখা সম্পাদন করে।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

সমন্বয় শাখার কার্যক্রম

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং।
২. ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৩. মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন।
৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন।
৬. অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মতামত/তথ্যাদি সরবরাহ।
৭. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন।
৮. ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ।
৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

কাউন্সিল শাখার কার্যক্রম

১. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন।
২. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রশ্নোত্তর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।
৩. জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাদি।
৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।
৫. ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।
৬. জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরণ।
৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের Memorandum of Associations and Rules of Regulation অনুযায়ী বছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা আয়োজন, সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয় শাখার কর্মকর্তা সম্পাদন করে। এছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার জন্য তথ্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সমন্বয় শাখার কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মতামত বা তথ্যাদি সরবরাহ সমন্বয় শাখার কার্যক্রম।

সমন্বয় শাখা মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নারী দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন করে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবাদি উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে। সমন্বয় শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম সমন্বয় শাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও সমন্বয় শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

কাউন্সিল শাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ করে, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের মাসিক, বার্ষিক ও ০৫ বছরের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করে। এছাড়া উক্ত শাখা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভূর্ক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মতামত বা তথ্যাদি প্রেরণ উক্ত শাখার কার্যক্রম।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৮ মার্চ ২০২৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যানারে জয়িতা ফাউন্ডেশন

৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা অর্পন করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন, আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ বদলী।
২. জনবল কাঠামো নির্ধারণ, প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ।
৩. কর্মকর্তা/ কর্মচারদের নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান।
৪. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ।
৫. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি।
৬. সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশ।
৭. সরাসরি নগদ ক্রয় ব্যতীত জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।
৮. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।
৯. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মবন্টন।
১০. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি।
১১. জয়িতা বিপণন ফ্লোরসমূহের জনবল ব্যবস্থাপনা।
১২. জয়িতা ফাউন্ডেশন ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ।
১৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।
১৪. নিয়োগ কমিটি গঠন।
১৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।
১৬. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত অসদাচারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।
১৭. অফিস স্পেস বরাদ্দ সংক্রান্ত কাজ এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কক্ষ বরাদ্দ।
১৮. চিঠি-পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ।
১৯. ড্রাইভারদের ছুটি ও অন্যান্য বিষয়।
২০. ক্রয় কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন।
২১. গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ।
২২. কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা।
২৩. কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ।
২৪. অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ।
২৫. প্রয়োজনে বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ী, স্থান ভাড়া করা।
২৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জনবল ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম,কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবণ্টন, বদলী, পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কমিটি গঠন, সরাসরি ক্রয় ব্যতীত সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন, যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ অফিস স্ট্যাবলিশমেন্ট সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন শাখা কর্মকর্তা-কর্মচারী, নারী উদ্যোক্তা ও সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

এছাড়াও প্রশাসন শাখা কর্তৃক গাড়ী ব্যবস্থাপনা, গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ, কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ, অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত চিঠি/ডাক গ্রহণ, এবং ডাক রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা কর্তৃক গৃহীত হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

পরিদর্শন কার্যক্রমের চিত্র

কল্যাণ শাখার কার্যক্রম

১.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা।

২.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও আনুতোষিক এর হিসাব।

৩.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।

৪.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঋণ ও ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম ব্যবস্থাপনা।

৫.কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা।

৬. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিবাব প্রদান।

৭.কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও আনুতোষিক এর হিসাব, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিবাব প্রদানসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম কল্যাণ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

সম্পত্তি শাখার কার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।
২. ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড-পত্র ও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
৩. ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড-পত্র হালনাগাদকরণ।
৪. ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও অন্যান্য কর নিয়মিত পরিশোধ করা।
৫.ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির ইজারা/ভাড়া প্রদান ও আদায় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা।
৬. নিজস্ব ভবনের স্পেস (নারী উদ্যোক্তা ব্যতিত) ভাড়া প্রদান, আদায় ও হিসাব সংরক্ষণ।
৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড-পত্র ও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড-পত্র হালনাগাদকরণ, ফাউন্ডেশনের স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও অন্যান্য কর নিয়মিত পরিশোধ করা, নিজস্ব ভবনের স্পেস (নারী উদ্যোক্তা ব্যতিত) ভাড়া প্রদান, আদায় ও হিসাব সংরক্ষণ সম্পত্তি শাখার কার্যক্রম।

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের জমি পরিদর্শন

অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও বিওজিতে উপস্থাপন।
২. মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন।
৩. সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ উপযোজন।
৪. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগে ও সিএও অফিসে প্রেরণ।
৫. ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ।
৬. ক্যাশ বই সংরক্ষণ।
৭. তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ইমপ্রেস্ট ফান্ড (Imprest Fund) সংরক্ষণ ও ব্যয়ের সমন্বয়করণ।
৮. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, বেতন বিল/ ভ্রমণ বিলসহ সকল বিল প্রণয়ন ও পাসের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল প্রণয়ন, অনুমোদন এবং ব্যয় সমন্বয়।
১০. সরকারী ও সিএ ফার্মের অডিট কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করা।
১১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও বিওজিতে উপস্থাপন, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ উপযোজন, অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগে ও সিএও অফিসে প্রেরণ, ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ, ক্যাশ বই সংরক্ষণ, তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ইমপ্রেস্ট ফান্ড (Imprest Fund) সংরক্ষণ ও ব্যয়ের সমন্বয়করণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, বেতন বিল/ ভ্রমণ বিলসহ সকল বিল প্রণয়ন ও পাসের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল প্রণয়ন, অনুমোদন এবং ব্যয় সমন্বয় ইত্যাদি অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম।

এছাড়া অডিট সংক্রান্ত পাবলিক একান্টস কমিটি ও সিএজি অফিসের সাথে যোগাযোগ, সভায় যোগদান এবং প্রতিবেদন প্রেরণ, সরকারী অডিট টিমকে সার্বিক সহযোগিতা করা অডিট শাখার কার্যক্রম।

বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কার্যক্রম

১. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
২. নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গ্রাম থেকে শহর অবধি, উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত আলাদা সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত করা।
৩. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আঞ্চলিক, জেলা, বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলার আয়োজন।
৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন।
৫. সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা।
৬. বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
৭. জয়িতা বিপণন কেন্দ্রসমূহে উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টল বরাদ্দকরণ।
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

উন্নয়নের মূল স্রোত-ধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা জয়িতা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা অন্বেষণ কার্যক্রম, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ, বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাশন ডিজাইন খাদ্যপণ্য প্রস্তুত সহ নানাবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রসারের জন্য বাণিজ্য মেলাসহ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আঞ্চলিক, জেলা, বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলার আয়োজন, বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

জয়িতা বিপণন কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের স্টল পরিদর্শনরত জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও কর্মকর্তাবৃন্দ

ঈদ-উল -ফিতর র‍্যাফেল ড্র ২০২২ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যক্রম

১. ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
২. বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্টের ভাড়া আদায়, ব্যাংকে জমা ও হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।
৩. উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা সংক্রান্ত।
৪. সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা।
৫. অর্জিত ছুটির সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব প্রদান, ভবিষ্যৎ তহবিলের অগ্রিম গ্রহণ।
৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রণোদনা ঋণ বিতরণঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়নি- এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকার নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত টাকা নারী উদ্যোক্তোদের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের (BOG) ১৭ তম সভায় 'ঋণ বিতরণ নীতিমালা' অনুমোদনের পর উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সম্পাদিত চুক্তি (MOU) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে ২০ (বিশ) কোটি টাকা ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বোর্ড অব গভরনর্সের ১৭তম সভায় অনুমোদিত 'ঋণ বিতরণ নীতিমালা' অনুযায়ী - ব্র্যাক ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, ওয়ান ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক এবং ঢাকা ব্যাংক মোট ৬ টি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংক কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে মোট ২০ কোটি টাকা ৪% সুদে ২৮৩ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে প্রণোদনা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। চুক্তিকৃত ৬ টি ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩৮২ জন নারী উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন।

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক উক্ত প্রণোদনা ঋণ বিতরণ এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

লক্ষ্য:

করোনা মহামারি (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিতকরণ এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য:

করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহজশর্তে, স্বল্পসুদে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালু, সম্প্রসারণ ও টেকসই করা।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও মেয়াদঃ

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা:

করোনা মহামারির কারণে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা-

- জয়িতা ফাউন্ডেশনে রেজিষ্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তা
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় রেজিষ্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তাগণ
- সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি এধরণের নারী উদ্যোক্তা
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তা (ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত নারী উদ্যোক্তা)
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিকভাবে অক্ষম নারী উদ্যোক্তা এবং

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, নারী উদ্যোক্তা নিয়ে কাজ করে এধরণের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত নারী উদ্যোক্তা ইত্যাদি।

ঋণের পরিমাণ:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

ঋণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য:

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা চালু, পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনী ঋণ এবং কিস্তিভিত্তিক ঋণসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা।

গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%, যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন হবে। ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে এ হারের অধিক সুদ আদায় করতে পারবে না।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, যা ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ (আঠার) টি সমান মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার:

ঋণের গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড

রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড এর আওতায় ৪টি ব্যাংকের মাধ্যমে ৭৫ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে মোট ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে ৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে ০৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা স্কুটি ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ১১ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সীড ক্যাপিটাল

দক্ষ মানব সম্পদ নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি, ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG (sustainable development goals) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে বাংলাদেশকে উন্নীত করণে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরই ধারাবাহিকতায় নারীর প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনার করে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে দেশের নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০ (একশত) কোটি টাকা সীড ক্যাপিটাল প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

ইতোমধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের নামে সীড ক্যাপিটালের ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬০ (ষাট) কোটি টাকা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সীড ক্যাপিটাল হিসাবে প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকার নিরাপদ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সীড ক্যাপিটাল তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। সীড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা

কমিটি কর্তৃক তহবিলের বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজন মোতাবেক সেই প্রতিবেদন বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) ও সরকারের নিকট দাখিল করে থাকে।

উল্লেখ্য, বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত সীড ক্যাপিটালের লভ্যাংশের ৮০% (আশি শতাংশ) ব্যয় করতে পারে এবং অবশিষ্ট ২০% (বিশ শতাংশ) সীড ক্যাপিটালে আসল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফাণ্ড হতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন ও ৩ টি ব্যাংকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কারুশিল্প শাখার কার্যক্রম

১. কারুশিল্পজাত পণ্য নির্বাচন, পণ্য মান উন্নয়নমূলক কাজ।
২. উদ্যোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা।
৩. পন্যের গুনগত মানোন্নয়ন করার পরামর্শ দান, অঞ্চল ভেদে বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী পন্য ও উদ্যোক্তার অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্তকরন।
৪. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।
৫. কারুশিল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
৬. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।
৭. ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যানার, কার্ড ইত্যাদির ডিজাইন।
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কারুশিল্প শাখা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের হস্ত ও কারুশিল্পীদের সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন করার পরামর্শ দান করার পাশাপাশি অঞ্চলভেদে ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য উদ্যোক্তাদের অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্তকরণে সচেষ্ট থাকে। কারুশিল্পজাত পণ্য নির্বাচন, পণ্যের মান উন্নয়নে উদ্যোক্তা কারুশিল্পীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলী কারুশিল্প শাখা সম্পাদন করে থাকে।

লালমাটিয়াস্থ ডিজাইন সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা ও কারিগরি বিভিন্ন বিষয়ে তদারকি করা। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়ন এই শাখা করে থাকে। ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির প্রচার প্রকাশনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারুশিল্প শাখা সহযোগীতা করে থাকে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও আর্কাইভ করে থাকে। ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যানার, কার্ড ইত্যাদির ডিজাইন ছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী উক্ত শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

ফ্যাশন ডিজাইন শাখার কার্যক্রম

১. সময় উপযোগী পন্যের ডিজাইন তৈরিকরণ।
২. বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুকে কেন্দ্র করে অগ্রীম পোষাক ডিজাইনকরন এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোষাক তৈরি করার সহযোগিতা প্রদান।
৩. উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষনের জন্য উৎসাহদান ও মনোনয়ন।
৪. ডিজাইন এবং সেম্পলিং তৈরিতে প্রয়োজণীয় উপকরন সংগ্রহের ব্যবস্থা করন।
৫. পন্যের কোয়ালিটি এবং পন্য মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন।
৬. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।
৭. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা'র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুকে কেন্দ্র করে অগ্রীম পোশাক ডিজাইনকরণ এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোশাক তৈরিতে সহায়তা করা ফ্যাশন ডিজাইন শাখার অন্যতম একটি কাজ। এছাড়া সময় উপযোগী পণ্যের ডিজাইন তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহ প্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের মনোনয়ন, ডিজাইন এবং স্যাম্পল তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থাকরণ, পণ্যের কোয়ালিটি ও পণ্যের মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন এবং উদ্যোক্তা ও পণ্যের মান উন্নয়নে প্রয়োজনের নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরণ, সারা দেশের সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের উক্ত ট্রেড বিষয়ে এবং ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ উক্ত শাখার কার্যক্রম।

এছাড়াও ফ্যাশন ডিজাইন শাখা লালমাটিয়ায় অবস্থিত জয়িতা ডিজাইন সেন্টারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফ্যাশন ডিজাইন শাখা ফ্যাশন ডিজাইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালার একাংশ

আইন শাখার কার্যক্রম

১. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আইনী বিষয়ে সমন্বয়।
২. বিভিন্ন আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনা।
৩. বিদ্যমান আইন যুগ উপযোগী করার উদ্যোগ।
৪. আইনের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকি।
৫. অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করত: সমন্বয় সভায় উপস্থাপন।
৭. আইন/নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন।
৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারি কর্তৃক আদালতে দায়েরকৃত মামলার কার্যাবলী।
৯. জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিদর্শন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।
১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

“জয়িতা ফাউন্ডেশন”-দি সোসাইটি রেজিষ্টেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর আওতায় “রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ০৩/১০/২০১৩ তারিখে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত হয় (No-S-11756)।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের অভিষ্ঠ ভিশন, মিশন ও উদ্দ্যেশাবলী অর্জনে সঠিক মানব সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন, রক্ষণ, সংরক্ষণ, প্রণোদনা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে মানব সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মানবসম্পদ নীতিমালা-২০১৭ এবং জয়িতা অর্থ সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার আইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণ, নিস্পত্তির ব্যবস্থা, মামলা পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ শাখায় যোগাযোগ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে তথ্যপ্রদান ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং এতদবিষয়ে আইন শাখা কাজ করছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইন জাতীয় সংসদে পাশের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশোধনীসহ খসড়া পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের এর আইনী ভিত্তি শক্তিশালীকরণ, জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বায়ত্তশাসিত ও নারী উন্নয়নে সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রনলায় কর্তৃক “জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইন, ২০২৩” (খসড়া) মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য আউটসোসিং পদ্ধতিতে ১৭ জন জনবল সংগ্রহের বিরুদ্ধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্যদের বিবাদী করে “বায়োস্কোপ লিমিটেড নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে (রিট পিটিশন নং-১৮৪০০/২০১৭)। বায়োস্কোপ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED DIVISION) এর সেন্টাল প্রকিউমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) বরাবরে অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে রায় হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মামলাটি এটর্নি জেনারেল অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সলিসিটর উইং- এ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে রিটপিটিশন মামলাটি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন আছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীন) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ।
২. কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ / প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ।
৩. কর্মকর্তা / কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ।
৪. বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গস্থহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ।
৫. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ।
৬. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন আয়োজন।
৭. ডিজাইন সেন্টার ব্যবস্থাপনা।
৮. জিরানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা।
৯. এপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ।
১০. প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
১১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশিক্ষণ শাখা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই শাখা এপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে। কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ, বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ প্রশিক্ষণ শাখার কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ শাখা প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ, জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন আয়োজন, ডিজাইন সেন্টার ব্যবস্থাপনা, জিরানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রশিক্ষন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা হতে বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও উক্ত শাখার কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

ডে-কেয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালার সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান

এম আই এস শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পাদনা।
২. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রধান বার্তাসমূহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।
৩. গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে জয়িতার প্রচার বিষয়ে কাজ করার জন্য যোগাযোগ এবং কর্মসম্পর্ক স্থাপন করা।
৪. জয়িতার ব্রশিউর এবং নিউজ লেটার তৈরি ও বিতরণ।
৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সকল তথ্য সংরক্ষণ।
৬. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা।
৭. প্রয়োজনে অফিসের সকল তথ্য সরবরাহ করা।
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদন করা এই শাখার কাজ। জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রধান বার্তাসমূহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ, জয়িতার ব্রশিউর এবং নিউজ লেটার তৈরী ও বিতরণ, গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে জয়িতার প্রচার বিষয়ে কাজ করার জন্য যোগাযোগ এবং কর্মসম্পর্ক স্থাপন করা উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলীও উক্ত শাখা সম্পাদন করে থাকে।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখার কার্যক্রম

১. বাৎসরিক Procurement Plan প্রস্তুত করণ।
২. স্টোরে সকল প্রকার মালামাল গ্রহণ ও বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।
৩. সকল প্রকার ক্রয় ও মেরামত।
৪. গাড়ী, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, এসি, প্রিন্টার ক্রয় ও টিওএন্ডই ভূক্তকরণ।
৫. সকল প্রকার দাওয়াত কার্ড, ঈদ কার্ড, নববর্ষের কার্ড এবং ভিজিটিং কার্ড প্রস্তুতকরণ।
৬. কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ও বিল পরিশোধ।
৭. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাংলাদেশ সচিবালয় টেলিফোন নির্দেশিকা সরবরাহ।
৮. কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক টেলিফোন মেরামত ও সরবরাহ।

৯. কর্মকর্তাদের নাম, কক্ষ, টেলিফোন ও ইন্টারকম নম্বর সম্বলিত তালিকা হালনাগাদকরণ।
১০. ভূমি কর পরিশোধ।
১১. সংবাদপত্র সরবরাহ, বই ক্রয় এবং বিল পরিশোধ।
১২. পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়।
১৩. Foundation এর চাবি সংরক্ষণ।
১৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

অর্থের উৎসের ভিত্তিতে সংগ্রহ ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সকল সম্পদের মওজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত, অফিস ব্যসস্থাপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে। এছাড়া জয়িতা লাইব্রেরির জন্য বিভিন্ন বই ক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয়। ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রত্যেক স্থায়ী সম্পদের অপচয় নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণ করছে। বাতিল ও অকেজো সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়ে থাকে। সম্পদের মজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা উক্ত শাখার কার্যক্রম।

পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণা শাখার কার্যক্রম

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন।
২. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।
৪. জয়িতা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মসূচী প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৫. আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ।
৬. উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান।
৭. পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
৮. উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ।
৯. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
১০. প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ।
১১. এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ।
১২. বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
১৩. বিভাগীয় ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও নির্মানকাজ তদারকি।
১৪. জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
১৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
১৬. জাতিসংঘ/ইউএনডিপি/ইউনিসেফ/ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
১৭. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

সরকার জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকার ধানমন্ডিতে ১ বিঘা জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। ঢাকা ছাড়াও অন্য ৭টি বিভাগেও ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতীকী মূল্যে ১ বিঘা জমি প্রদান করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকাস্থ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মানের জন্য খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত জমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। জমিগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা হয়েছে এবং ডিপিপি (DPP) প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অসচ্ছল ও অসহায় কর্মক্ষম নারীদের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী ও তাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সহায়তা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমগুলো ঢাকা বিভাগসহ পর্যায়ক্রমে ৮ বিভাগের বিভাগীয় জয়িতাদের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত

হবে, যাতে তৃণমূল গ্রামীণ নারীরা ব্যাপক পরিসরে উদ্যোক্তা হিসেবে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এটি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পরিকল্পনা শাখা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন উক্ত শাখার কার্যক্রম। বিভাগীয় ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মাণকাজ তদারকি ও বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা শাখার কার্যক্রম। এছাড়া এডিপি/ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ ও জাতিসংঘ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত সম্পাদন করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান, আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ, উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত শাখার কার্যক্রম।

ঢাকার বাইরে তিনটি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যালোচনা সভা

৩.২ জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১৬৮.৩৯ কোটি (একশত আটষট্টি কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ অনন্য উদ্যোগের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' বরাবর প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত ২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা বিশিষ্ট 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্যমাত্রাঃ নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ারে-

ক) দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ধরনের বাজার চাহিদা ভিত্তিক পণ্য এবং সেবা বিপণনের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা থাকবে।

খ) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষতাভিত্তিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ভবনে Break Out Room (বিশ্রাম কক্ষ) থাকবে।

ঘ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর পরিচালনার উপযোগী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

ঙ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের জন্য জিমনেসিয়াম, বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল (আয় বর্ধক) ও অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সম্বলিত জেন্ডার সংবেদনশীল ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

চ) তা'ছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশনের আয় অর্জনের জন্য মাল্টিপারপাস হলসহ আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি থাকবে।

ছ) দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেশের রাজধানী শহর ঢাকায় যথোপযুক্ত স্থাপত্য শৈলীসহ 'জয়িতা টাওয়ার'হবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সকল ভৌত সুবিধাদি সম্বলিত পরিবেশ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি আইকনিক স্থাপনা।

জ) সর্বপরি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমূখী এ অনন্য উদ্যোগের ' জয়িতা ' নামকরণের সার্থক প্রতিফলন জয়িতা টাওয়ারের স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলীতে প্রস্ফুটিত হবে। ফলশ্রুতিতে এ স্থাপনাটি দেশের নারীসমাজকে এক একজন 'জয়িতা' হতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও আস্থা জোগাবে।

- **প্রকল্পের জনবলঃ**

১) প্রকল্প পরিচালক	০১ জন
২) হিসাব রক্ষক	০১ জন
৩) কম্পিউটার অপারেটর	০১ জন
৪) ড্রাইভার	০২ জন
৫) অফিস সহায়ক	০২ জন

একনজরে জয়িতা টাওয়ার সম্পর্কিত তথ্যাদি

সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্যঃ	**১৬৮.৩৯ কোটি টাকা**
মেয়াদকালঃ	**এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩**
ফ্লোর এরিয়াঃ	**১২৯৬৭৭.৭১ বর্গফুট (২ টি বেজমেন্ট সহ ১২ তলা ভবন)**
জমিঃ	**২০ কাঠা**
ভবনের ধরনঃ	**বাণিজ্যিক (অনাবাসিক)**
ভবনের ক্যাটাগরিঃ	**সুপেরিয়র**
অন্যান্য সুবিধাদিঃ	**৫টি লিফট, ৪ জোড়া এস্কেলেটর**
	১৫০০কেভিয়া সাবস্টেশন
	৫০০কেভিএ জেনারেটর
	৫৫০ টন এসি ৪৭টি কার পার্কিং

দরপত্র আহবান ও নির্মাণ কাজ শুরু

দরপত্র আহবানঃ	১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১
নির্মাণ কাজ শুরুঃ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১
নির্বাচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানঃ	বঙ্গ বিল্ডার্স লিমিটেড
নির্বাচিত স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানঃ	সিস্টেম আর্কিটেক্টস
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ	গণপূর্ত অধিদপ্তর

নির্মিয়মাণ জয়িতা টাওয়ারে থাকবে-

- নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণনের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা
- নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সুবিধা
- প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য Break Out Room (বিশ্রাম কক্ষ)
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সদর দপ্তর পরিচালনার সকল সুবিধাদি
- ডে কেয়ার সেন্টার, নারীদের জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল, ব্যাংক, ফুডকোর্টসহ বিনোদনমূলক জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামোগত সুবিধাদি
- সেমিনার হল, বিউটি পার্লার
- নিজস্ব অডিটোরিয়াম
- পরিবেশ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব “আইকনিক স্থাপনা”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালী জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাড়িঃ ৪০৫/বি (পুরাতন),২০/এ (নতুন), রোডঃ ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন)তে প্রায় ১ বিঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূমির উপর ১২তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়ালী "জয়িতা টাওয়ার" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জয়িতা টাওয়ার

নির্মাণকাজ সমাপ্তপূর্বক ভবন হস্তান্তর (ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী)

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অগ্রগতি (৩০ জুন,২০২৩ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি (ব্যয়)- **৯৪.৫৮ কোটি টাকা**
ভৌত অগ্রগতি- **৬০%**

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একটি অনন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিনির্মাণ করা যাতে এটি বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগে বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের নারী জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- জয়িতা ফাউন্ডেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে এটি নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদেরকে (IWEs) বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগ সফল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে।

- পর্যায়ক্রমে ২৮,০০০ এর অধিক নারীকে সম্পৃক্ত করে নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদের (WEAs)/ বহুবিধ ব্যবসা উদ্যোগের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের জনবলঃ

১) প্রকল্প পরিচালক	০১ জন	৫) কম্পিউটার অপারেটর	০২ জন
২) পিএ প্রকল্প পরিচালক	০১ জন	৬) ড্রাইভার	০১ জন
৩) হিসাব রক্ষক	০১ জন	৭) অফিস সহায়ক	০৪ জন
৪) প্রকিউরমেনট	০১ জন	৮) ম্যাসেঞ্জার	০১ জন
		৯) ক্লিনার	০১ জন

- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ টাকা
- জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ঃ ৭৫০২.৪৩ লক্ষ টাকা

চতুর্থ অধ্যায়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

১। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ কার্যক্রমঃ

সারাদেশের নারীসমাজের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবসায়ী সম্ভাবনার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক ও ভ্যালু চেইন পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও সেবা বিপণন করা যায়, সে লক্ষ্যে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

জয়িতা টাওয়ারে সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নারীবান্ধব ভৌত এই অবকাঠামো সারাদেশে একটি আলাদা বিপণন নেটওয়ার্ক ও ভ্যালু চেইন (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তুলবে। নারীর সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের জন্য এই অবারিত সুযোগ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর ‘জয়িতা’র শুভ উদ্বোধন করেন।

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকার ধানমন্ডিতে প্রায় ১ বিঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূমির উপর ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। গত ১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়ালী “জয়িতা টাওয়ার” এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। জয়িতা টাওয়ারে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন সুবিধার পাশাপাশি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের জন্য জিমনেসিয়াম, মহিলা ও শিশুদের জন্য সুইমিং পুল (আয়বর্ধক) ও অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সম্বলিত জেন্ডার সংবেদনশীল ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের আয় অর্জনের জন্য মাল্টিপারপাস হলসহ আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জয়িতা টাওয়ার শুভ উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করা হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয় জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

২। সাত বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণঃ

ঢাকার বাইরে সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ) ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য প্রতীকীমূল্যে ১ (এক) বিঘা বাণিজ্যিক জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত জমিগুলো ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন ও ডিপিপি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে।

৩। জয়িতা ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রমঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ডের ৪৯.৯২ (উনপঞ্চাশ দশমিক নয় দুই) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ কার্যক্রমটি চলমান আছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প হতে এ পর্যন্ত মোট ৩৭.২৬ কোটি টাকা জয়িতা ফাউন্ডেশনের রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ডে জমা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাংকের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ৭৬ জন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৪। নারী উদ্যোক্তা নিবন্ধন কার্যক্রমঃ

জয়িতা ফাউন্ডেশন হতে অফলাইন এবং অনলাইনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩৬ টি নারী উদ্যোক্তা সমিতি ও ৬১৪৩ জন ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা নিবন্ধন কার্যক্রমটি চলমান আছে।

৫। জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

“জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প” এর আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশন ও সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, ডে-কেয়ার, কার-ড্রাইভিং, বিউটিফিকেশন ও বিউটিপার্লার পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২৪৪৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (২০২২-২৩ অর্থবছর)

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের সংখ্যা (Series 1)	প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীর সংখ্যা (Series 2)
ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালা	১৮টি	৩৭৮জন
ডে-কেয়ার প্রশিক্ষণ	২২টি	৪৪১ জন
কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	১৫টি	২৭৪ জন
বিউটিফিকেশন ও বিউটি পার্লার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১টি	৪১৮ জন
উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩টি	৫০ জন
NEED BASED ESSENTIAL Skill প্রশিক্ষণ	২টি	৪০ জন
প্রান্তিক দুস্থ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬টি	১২০ জন
অন্যান্য ১দিনের প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা কর্মচারী ও উদ্যোক্তা)	৭৫টি	১৭৪৫জন
	১৬২টি	**৩,৪৬৬ জন**

ফ্যশন ডিজাইন বিষয়ক ১৮ টি কোর্সে ৩৭৮ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ২২ টি ডে-কেয়ার বিষয়ক কোর্সে ৪৪১ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কার ড্রাইভিং বিষয়ে বিআরটিসি, ঢাকা এর মাধ্যমে ১৪টি , বিআরটিসি মানিকগঞ্জ বাস ডিপো এর মাধ্যমে ১টিসহ মোট ১৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২৭৪ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রান্তিক দুঃস্থ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১২০জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। Need based essential skill বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণে মোট ৪০ জন নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিউটিফিকেশন বিষয়ে ঢাকার মধ্যে ৬টি এবং ঢাকার বাইরে ১৫টি (নরসিংদী, খুলনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, রাজশাহী, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, সাভার ও নড়াইলে ১টি এবং চট্টগ্রামে ১টি করে) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিউটিফিকেশনে মোট ২১ টি প্রশিক্ষণে ৪১৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাগণ

ডে-কেয়ার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান

খাদ্যজাত ব্যবসার সাথে যুক্ত নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬। জয়িতা ফাউন্ডেশনের জরিপ কার্যক্রমঃ

BBS-এর মাধ্যমে ব্যবসায় সম্ভাবনাময় প্রসিদ্ধ লুপ্তপ্রায় হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কারুশিল্পীদের তথ্য জানতে ও ম্যাপিং করতে 'হস্ত ও কারুশিল্প জরিপ বাংলাদেশ - ২০২২' সম্পন্ন হয়েছে।

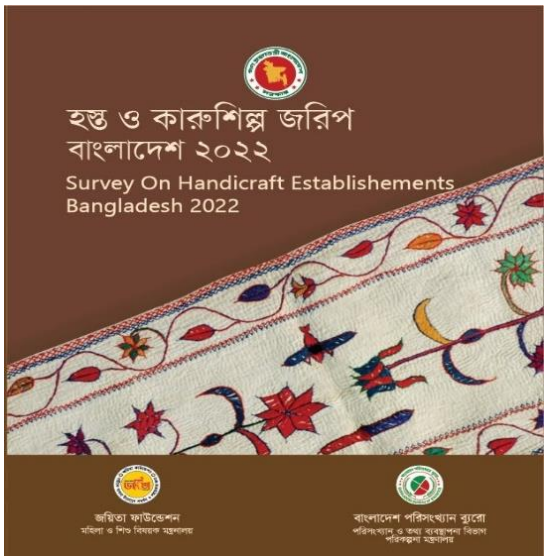

৭। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণঃ

প্রতিবছরের ন্যায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিবন্ধিত নারী উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করে। এই মেলায় অংশগ্রহণ যেমন প্রতিষ্ঠানটির প্রচারে সহযোগিতা করে, তেমনি নারী উদ্যোক্তারাও তাদের ব্যবসায় লাভবান হন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩ এ জয়িতা ফাউন্ডেশন 'নারী উদ্যোক্তা' ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। এছাড়াও সারা বছরে অনুষ্ঠিত দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন মেলায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ছাড়াও জয়িতা ফাউন্ডেশন নিজস্ব উদ্যোগেও মেলা আয়োজন করে। গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জয়িতা ফাউন্ডেশনের ১১তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় বিশাল পরিসরে চার দিন ব্যাপি মেলা আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ জয়িতার স্টল পরিদর্শন করেন ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গনে জয়িতার স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয়।

৮। জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম

"জয়িতা ফাউন্ডেশন"- দি সোসাইটি রেজিস্টেশন এ্যাক্ট-১৮৬০ এর আওতায় "রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ০৩/১০/২০১৩ তারিখে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয় (No-S-11756)

জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইনী ভিত্তি শক্তিশালীকরণ, জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বায়ত্বশাসিত ও নারী উন্নয়ন সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রতীক (Logo) রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিংকরণের লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ক্রেতাদের জয়িতা ফাউন্ডেশনের কাঙ্খিত পণ্য সহজে চিনতে সাহায্যকরণে জয়িতা ফাউন্ডেশনের আকর্ষনীয় প্রতীক (Logo)রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০। Multi Business Management Software:

২০২২-২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম একত্রিত করার লক্ষ্যে Designing, Developing and Installation of Joyeeta's Multi Business Management Software তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। পরিদর্শন/দর্শন কার্যক্রম

কার্যসম্পাদন, শৃঙ্খলার মান, সম্পাদিত কাজের পরিমান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ত্রুটি- বিচ্যুতি সংশোধন জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের অধীনস্থ শাখা, জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের স্টল, চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ঢাকাস্থ এবং ঢাকার বাহিরের নারী উদ্যোক্তা সমিতির দপ্তর, কারখানা, জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্পদ ও স্থাপনা এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন/দর্শন করা হয় :

পরিদর্শন/দর্শনকৃত স্থানসমূহ:

১। নারী মৈত্রী সমিতি, মালীবাগ, ঢাকা
২। নিত্য নতুন ওমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, খিলগাঁও, ঢাকা
৩। তৃনমূল নারী উন্নয়ন সমিতি, ময়মনসিংহ
৪। জয়িতা ডিজাইন সেন্টার, লালমাটিয়া, ঢাকা
৫। তিশা ইসলাম এর জহুরা হস্তশিল্প, নারায়নগঞ্জ
৬। বাসন্তী রানী সূত্রধরন এর কারুপণ্যের (নকশি কাথা) নারায়নগঞ্জ
৭। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা
৮। বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত জমি (ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও রাজশাহী)
৯। প্রান্তিক দু:স্থ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঠাকুরগাঁও

১০। বিউটিফিকেশন ও বিউটি পার্লার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, রাজশাহী
১১। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ
১২। শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রি শিল্প ,স্টেশন রোড, টংঙ্গী, গাজীপুর
১৩। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ
১৪। হারানো ঐতিহ্যের সন্ধানে দেশ, ঢাকাই মসলিন হাউস দর্শন, নারায়নগঞ্জ, রুপগঞ্জ
১৫। জামদানি পল্লী দর্শন, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

নারী উদ্যোক্তা সমিতি পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

নিত্য নতুন উমেন ডেভেলপমেন্ট, অর্গানাইজেশন, খিলগাঁও

জহুরা হস্তশিল্প, নারায়নগঞ্জ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঠাকুরগাঁও

অন্যান্য স্থান পরিদর্শন/দর্শনের স্থির চিত্র:

বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

জামদানী পল্লী, রুপগঞ্জ

মৈত্রিশিল্প, টঙ্গী, গাজীপুর

১২। প্রচার কার্যক্রম

- জয়িতা ফাউন্ডেশন ও নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য নানারকম প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

  ১। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের লক্ষ্যে নিয়মিত ফেসবুক লাইভ প্রচার করা হয়।

  ২। ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় বিশাল পরিসরে মেলা আয়োজন ও সে সম্পর্কে বিভিন্ন টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।

  ৩। 'চ্যানেল আই' তে জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের উপর অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।

  ৪। ফেসবুক পেইজে নিয়মিত পোস্ট দেওয়া হয় ও বুস্টিং করা হয়।

  ৫। রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড হতে স্কুটি ঋণ প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ব্যাপক প্রচার করা হয়।

- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় উপলক্ষ্যে জয়িতার প্যাভিলিয়নে প্রথম বারের মত জয়িতার অনলাইন মার্কেট প্লেস ই-জয়িতার স্টল দেয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্টলটি পরিদর্শন করেন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই- গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে 'জয়িতার ব্র্যান্ডে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত জয়িতার রাইড শেয়ারিং আইডিয়াটি গ্রহণ করা হয়। জয়িতার ব্র্যান্ডে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত

জয়িতা রাইড শেয়ারিং কার্যক্রমের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের রিভলভিং ক্যাপিটাল সার্পোট ফান্ড থেকে স্বল্প সুদে (৫% সুদে) নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্কুটি ঋণ বিতরণ করা হয়। ।

- ই- জয়িতা Online Eid Mela- ২০২৩ সারাদেশের সকল নারী উদ্যোক্তা যেন নিজস্ব স্থান থেকে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে সেজন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২১ সালে অনলাইন বিজনেস প্ল্যাটফর্ম 'ই-জয়িতা' চালু করে। 'ই-জয়িতা' অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ১৩৪২টি স্টোর রয়েছে যার মাধমে ই-জয়িতায় নিবন্ধিত নারী উদ্যোক্তাগণ অনলাইনে বিজনেস পরিচালনা করেছেন। এর ফলে তাদের ব্যবসায়িক পরিচিতি এবং তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-জয়িতার উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য অনলাইনে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে একটি অনলাইন ঈদমেলার আয়োজন করা হয়।

- ২০২২ সালের ১৬ নভেম্বর জয়িতার ১১তম বর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে জয়িতা ফুডকোর্ট ও জয়িতা বিপণন কেন্দ্রে ৩দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য মেলার আয়োজন করা হয়।

- জয়িতা পণ্যেরে প্রচার ও প্রসারের জন্য সময় সময় প্রফেশনাল মডেল দ্বারা ফেসবুক লাইভ করা হয় এবং নিয়মিত ফেইসবুকে পোস্ট বুস্টিং করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ ভার্চুয়ালী "জয়িতা টাওয়ার" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

০১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালী "জয়িতা টাওয়ার" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয় জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

নির্মাণাধীন জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ পর্যালোচনা সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয়

জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক

জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কার্যক্রম

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান এবং জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম

ঢাকার বাইরে বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের চিত্র

ঢাকার বাইরে ৭টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের সম্ভব্যতা যাচাই পর্যালোচনা সভায় আলোচনারত জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর ও ডিপিপি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

ঢাকার বাইরে ৩টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশার উপর পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল ।

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের খন্ডচিত্র

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার বাইরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের চিত্র

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণে প্রকল্পের আওতায় ঢাকার বাইরে বিউটিফিকেশন ও বিউটিপার্লার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঠাকুরগাঁও

লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার বাইরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের চিত্র

সিলেট

নড়াইল

ঢাকার বাইরের সাতটি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত জমিসমূহ পরিদর্শন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

ময়মনসিংহ

রংপুর

সিলেট

রাজশাহী

বরিশাল

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাগণ সোনারগাঁও - এ জামদানি ও মসলিন পল্লীর নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম ও তাদের কারখানা পরিদর্শন করেন ।

নারী উদ্যোক্তাদের সমিতি পরিদর্শনকালে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ জয়িতার স্টল পরিদর্শন করেন ।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ জয়িতা ফাউন্ডেশন ‘নারী উদ্যোক্তা’ ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

৮ মে, ২০২৩ তারিখ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘ঈদ পুর্নমিলনী ও উদ্যোক্তা মেলা’য় জয়িতাদের স্টল ঘুরে দেখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ও সচিব মহোদয়

জয়িতা মেলা, ২০২২ এর খন্ডচিত্র

FOSA মেলা ২০২২ এ জয়িতা ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

এসএমই মেলা ২০২২ এ জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণ

অন্যান্য মেলায় জয়িতা'র অংশগ্রহণ

রাপা প্লাজাস্থ জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের চিত্র

রাপা প্লাজাস্থ জয়িতা ফুড কোর্টের চিত্র

জয়িতা ক্রাফটস জোনের চিত্র

কেনেডি পরিবারের জয়িতা পরিদর্শন

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আট দিনের সফরে সপরিবারে ঢাকায় এসে জয়িতা বিপণন কেন্দ্র, ফুড কোর্ট ও ক্রাফটস জোন পরিদর্শন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির ছেলে ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাতিজা এডওয়ার্ড এম কেনেডির জুনিয়র। এম কেনেডি জুনিয়রের সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ড ক্যাথরিন কিকি কেনেডি, মেয়ে ড। কাইলি কেনেডি, ছেলে টেডি কেনেডি, ভাতিজা গ্রেস কেনেডি অ্যালেন এবং ভাতিজা ম্যাক্স অ্যালেন।

মরিশাসের ফার্স্ট লেডি রাপা প্লাজাস্থ জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্ট পরিদর্শন করেন।

গত ২২/১২/২০২২ তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশন ও টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে স্কুটার সরবরাহ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডের সিইও জনাব বিপ্লব কুমার রায় ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

৮ মে, ২০২৩ তারিখ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'ঈদ পুর্নমিলনী ও উদ্যোক্তা মেলা' উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নির্মাণকালীন সময়ে জয়িতা টাওয়ারের নির্মাণ কাজের খন্ডচিত্র

জয়িতা টাওয়ার

শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা

১২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ এর উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-

‘সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি ভিত্তি সফলভাবে বাস্তবায়নে কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। ... আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।’

“আছে বিশ্বাস
আছে প্রত্যয়
জয়িতা করবে
বিশ্বজয়।”

জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঠিকানাঃ কনকর্ড রয়্যাল কোর্ট ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ২৭৫/জি, রোড নংঃ ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯।
www.joyeeta.gov.bd